International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-VII, August 2016, Page No. 30-37
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

রাবীন্দ্রিক ভাবনায় রাশিয়া

মামনি মাহাত
ছাত্রী গবেষক, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারত

Abstract

Wander- thirst Rabindranath has peregrinated in many parts of country and abroad and recorded vividly on that background of the picture of social, political, economical, educational, cultural and geographical. He has realized everything through his own aspect and this dynamism of thought has become unforgettable part of travelogues. He visited Russia with the hope of understanding in his deep insight the accurate aspect of after-revolution atmosphere of Russia. Apart from depicting social, political, economical, cultural and educational aspect of Russia he has heaped praise of Russia. He has attempted to find out the resemblance between Russia and India on education society, polities, economies and culture. By comparing, he has found out only discriminations. Standing on the social background of Russia and observing the life- style of people, he has depicted in the core of his heart the future transformation of India. The selfless and philanthropic nature of Russian's easily admit every one's right to education and are always ready to sacrifice for the welfare of the country and its people. Here lies the great ideal of patriotism which gives Russia the status of superiority than any other European countries. The overall thought of this country is distributed equally among the different section of people. As a result, the Russian people bore the responsibility of favorable or unfavorable of everything. Rabindranath Tagore admits Russia as a land of sacredness and considers his visit to Russia has given him a great ideal of education. Adopting scientific technology and improving agriculture in widespread, Russia has started agriculture in superior method which has strengthened more to the foundation of Russian economy. The agricultural development also flourishes due to the uniformal agricultural system. Being a shrewd person with the noticing of good aspect, Rabindranath's eyes did not escape some defects. He said on the defects in the education system of Russia that –this education system is cast paved education system which will be destroyed if there is any difference between theory of mind and theory of learning, then Russia will not be able to reach its pinnacle .Rabindranath has depicted before us a vivid picture of social structure of Russia including perfection and imperfection and he has expressed his idea about Russia comparing the similarity and dissimilarity of India.

Keys Words: uniformal agricultural system, idealism, status of superiority, dynamism of thought, philanthropic nature, scientific technology, social structure.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবাল্য সুদূরের পিয়াসী। বাল্যকাল থেকেই বিশ্বজগতকে দু'চোখ ভরে দেখার , বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তর আত্মার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এক অনাবিল আনন্দ আস্বাদ করার প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত ছিল তাঁর অন্তরে। 'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যায় যে পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নানা স্থানে ভ্রমণ করতেন । পিতৃ দেবের এই প্রবাসে থাকার প্রবণতাই তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল ভ্রমণের। পিতৃদেবের এই অনুপ্রেরণাকে পাথেয় করেই দেশ বিদেশে ভ্রমণ কালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অনেক ভাবধারা তাঁর লেখনীতে সমন্বিত হয়েছে। তিনি দেশ ভ্রমণের সাথে সাথে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সেখানকার স্থান কাল পাত্র ভেদে শিক্ষাবিষয়ক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক,রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকের একটা নিখুঁত চিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি খুঁটি -নাটি,ছোট-বড় সমস্ত বিষয়ের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে তার সৌন্দর্যরসটি আহরণ করে পাঠক চিত্তে সঞ্চালিত করেছেন। আর ভাবের এই সঞ্চরণশীলতাই ভ্রমণ সাহিত্যের অবিস্মরণীয় সামগ্রী হয়ে উঠেছে। দেশভ্রমণের সুবাদেই তিনি ১৯৩০ খ্রীঃ রাশিয়া যান। তিনি রাশিয়ার সমাজব্যবস্থা নিয়ে রাশিয়া থেকে ১৪ টি পত্র লিখেছিলেন যা 'রাশিয়ার চিঠি' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর রাশিয়া ভ্রমণের পেছনে ছিল দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ও তীব্র উৎকণ্ঠিত মনোভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। 'রাশিয়ার চিঠি'র শুরুতেই তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন – "রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল"।[১] তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার আত্মার সঠিক স্বরূপটি অনুধাবনের বাসনা নিয়ে রাশিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তিনি 'রাশিয়ার চিঠি'তে রাশিয়া যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন- "রাশিয়াযাত্রায় আমার একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল- ওখানে জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তারের কাজ কিরকম চলছে আর তার ফল কিরকম পাচ্ছে সেইটে অল্প সময়ের মধ্যে দেখে নেওয়া"।[২] এই পর্বে রাবীন্দ্রিক ভাবনায় রাশিয়া সম্বন্ধে আলোকপাত করবো।

'রাশিয়ার চিঠি'র শুরুতেই তিনি রাশিয়ার পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করে ভারতবর্ষের ভাবী পরিবর্তনের কথা ভেবেছেন। আর প্রতিনিয়ত রাশিয়ার সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। তাঁর মন্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট বুঝতে পারি।তিনি বলেছেন- "প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি, কী হয়েছে আর কী হতে পারত"।[৩] রাশিয়াতে জনসাধারণের মর্যাদা সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। সকল মানুষকেই এখানে সমান চোখে দেখা হয়। উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্রের কোন ভেদাভেদ এখানে নেই। রাশিয়ার মানুষের এই উদারনৈতিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন- "এখানে ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেছে ঘুচে; দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা। দেশ-জোড়া এই অধম আর কোথাও দেখিনি বলেই প্রথমেই এটা আমাদের খুব চোখে পড়ে। অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে তারাই একমাত্র"।[৪] ধনগরিমার ইতরতার তিরোভাব ঘটেছে বলেই এখানে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা অবারিত হয়েছে। চাষাভুষো সকলেই আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। তিনি রাশিয়ার জনসাধারণের আত্মসচেতনতার কথা বলেছেন-" ইতিমধ্যে এদের যে দুই-একটা প্রতিষ্ঠান দেখলুম সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি এদের চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্যাদার আনন্দ"।[৫] কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষের আত্মসচেতনতার দিকটি লক্ষ্য করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাই আমাদের দেশের মানুষের চিত্তের জাগরণ ও আত্মমর্যাদার আনন্দ উপভোগের জন্য রাশিয়ার মানুষের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করার কথা বলেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন – "আমাদের দেশের জনসাধারণের তো কথাই নেই, ইংল্যান্ডের মজুর শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করলে আকাশপাতাল তফাত দেখা যায়। আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্ট ভাবে তাই করছে। আমাদের কর্মীরা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তাহলে ভারি উপকার হত"।[৬] তিনি আরও বলেছেন আমাদের দেশে ধনগত বৈষম্য রয়েছে। আর ঐ কারণেই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের ধনগরিমার কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন--- "ধনগত বৈষম্যের বড়াই আমাদের দেশে এসেছে পশ্চিম মহাদেশ থেকে। এক সময়ে আমাদের দেশে যখন হাল আমলের আপিসবিহারী ও ব্যবসাদারদের ঘরে নতুন টাকার আমদানি হল তখন বিলিত বাবুগিরির চলন শুরু করে দিলে। তখন থেকে আসবারের মাপেই ভদ্রতার পরিমাপ আরম্ভ হয়েছে। তাই আমাদের দেশেও আজকাল কুলশীল রীতিনীতি বুদ্ধিবিদ্যা সমস্ত ছাপিয়ে চোখে পড়ে ধনের বিশিষ্টতা। এই

বিশিষ্টতার গৌরবই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে অগৌরব”।[৭] রাশিয়া সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রূকুটি কুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নির্ধনের শক্তি সাধনায় যজ্ঞ আরম্ভ করেছে। এই শক্তি সাধনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন – “মনে মনে ভাবছিলুম, ধন শক্তিতে দুর্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণদ্বারে ঐ রাশিয়া আজ নির্ধনের শক্তিসাধনার আসন পেতেছে সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রূকুটি কুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এটা দেখবার জন্যে আমি যাব না তো কে যাবে। ওরা শক্তিশালীর শক্তিকে, ধনশালীর ধনকে বিপর্যস্ত করে দিতে চায়, তাতে আমরা ভয় করব কিসের, রাগই করব বা কেন। আমাদের শক্তিই বা কী, ধনই বা কত। আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায়তার দলের”।[৮] -এই উক্তির মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের দেশ তথা ভারতবর্ষের নিরন্ন নিঃসহায়তার দিকটিও সকলের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। এইরূপ নির্ধনের শক্তি সাধনার যজ্ঞে আমাদের দেশের যে কোনরকম ইচ্ছা ও সামর্থ্য নেই তা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন।

রাশিয়া বুঝেছিল মানুষের মনোজগতের পরিবর্তন ও চিত্তের জাগরণ ঘটাতে পারে সুশিক্ষা। তাই প্রতিটি নাগরিককে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তাই বলা যায় রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষ গড়ার শিক্ষা, শুধুমাত্র পুঁথিগত জ্ঞান আহরণের বিদ্যা নয়। তিনি রাশিয়ার এই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন- “যখন শুনে ছিলুম, এখানে চাষী ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা হূ হূ করে এগিয়ে চলেছে আমি ভেবেছিলুম, সে শিক্ষা বুঝি সামান্য একটুখানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ক কষা কেবলমাত্র মাথা গুনতিতেই তার গৌরব।কিন্তু এখানে দেখলুম,বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত, নোট মুখস্থ করে এম.এ.পাস করবার মতো নয়”।[৯] এখানে চাষী ও কর্মীদের নিজেদের বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থায় উদ্যম, সাহস ও বুদ্ধিশক্তির প্রশংসা করে বলেছেন-“ এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় যে অক্লান্ত উদ্যম, সাহস, বুদ্ধিশক্তি, যে আত্মোৎসর্গ দেখলুম,তার অতি অল্প পরিমাণ থাকলেও কৃতার্থ হতুম”।[১০] উপযুক্ত সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার মধ্য দিয়ে রাশিয়া দশ বছরের মধ্যেই সমস্ত পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছে। তাই অতীতের অবস্থাকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মেলাতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন –“বছর দশেক আগেই এরা ঠিক আমাদেরই দেশের জনমজুরদের মতোই নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন ছিল, তাদেরই মতো অন্ধসংস্কার এবং মূঢ় ধার্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়ছে; পরলোকের ভয়ে পাণ্ডাপুরুতদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা, আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারদের হাতে,যারা জুতো পেটা করত তাদের সেই জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল”।[১১] রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা অনেক উন্নতধরণের শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা গঠিত। এখানে দেখা যায় রাশিয়ার মানুষ যা পড়ে তা সঙ্গে সঙ্গে ছবি এঁকে, নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে দেখানো হয়। ফলে সহজেই বোধগম্য হয় এবং আন্তরিকতার ভাব গড়ে উঠে শিক্ষাক্ষেত্রে। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, শিক্ষার বিস্তার রাশিয়ার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এনে দিয়েছে।এই শিক্ষাব্যবস্থার সমষ্টিগত কল্যাণের দিকটি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। অর্থাৎ এই শিক্ষা দেশের তথা সকলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের শিক্ষা। স্কুল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই নিজেদেরকে চালনা করে আর সকলে পরামর্শ করে সকলের শ্রেয় সমাজের উন্নয়ণমূলক কার্যই করে থাকে। রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার এই দিকটির কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন –“এই জন্যে রাশিয়ায় এসে একটা বিরাট চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল। শিক্ষার বিরাট পর্ব আর কোন দেশে এমন করে দেখিনি, তার কারণ অন্য দেশে শিক্ষা যে করে শিক্ষার ফল তারই-‘দুধু ভাতু খায় সে’। এখানে প্রত্যেকের শিক্ষায় সকলের শিক্ষা। একজনের মধ্যে শিক্ষার যে অভাব হবে সে অভাব সকলকেই লাগবে। কেননা সম্মিলিত শিক্ষারই যোগে এরা সম্মিলিত মনকে বিশ্ব সাধারণের কাজে সফল করতে চায়। এরা ‘বিশ্বকর্মা’; অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই। অতএব এদের জন্যেই যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়”।[১২] শিক্ষার আরেকটি দিকের কথা আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন কাজের কথাও বলেছেন। কিভাবে দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করেছে তা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন – “পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করতে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মাঝে মাঝে নিজেরা অভিনয় করে; মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখতে, সিনেমা দেখতে যায়। সন্ধ্যাবেলায় গল্প পড়া, গল্প বলা, তর্কসভা, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সভা। ছুটির দিনে পায়োনিয়ররা কিছু পরিমাণে

নিজেদের কাপড় কাচে, ঘর পরিষ্কার করে, বাড়ি এবং বাড়ির চারদিক পরিষ্কার করে, ক্লাস পাঠ্যের অতিরিক্ত পড়া পড়ে বেড়াতে যায়”।[১৩] তিনি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি গুলোকে তুলে ধরেছেন। ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল তথ্য ও তত্ত্বনির্ভর। এই শিক্ষা তথ্য ও তত্ত্বকে জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর তার প্রভাব সকলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনের উপযুক্ত নয়। তথ্য ও তত্ত্ব নির্ভর শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন-“তিন- নয়ে সাতাশ হয় এইটে মুখস্থ করাকে আমরা শিক্ষা বলে গণ্য করে থাকি, সে সম্বন্ধে ছেলেরা কোন মতেই ভুল না করে তার প্রতি লক্ষ না করাকে গুরুতর অপরাধ জানি,কিন্তু যে জিনিসটাকে উদরস্থ করি সে সম্বন্ধে শিক্ষাকে তার চেয়ে কম দামে দেওয়াই মূর্খতা”।[১৪] আমাদের দেশের শিক্ষার অভাব জাতির অগ্রগতিতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের শিক্ষার বিড়ম্বনার দিকটা তুলে ধরে বলেছেন-“ পৃথিবীর লোকের কাছে একথা প্রচারিত যে, আমরা হিন্দু মুসলমানে কাটাকাটি মারামারি করি, অতএব ইত্যাদি। কিন্তু য়ুরোপেও একদা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কাটাকাটি মারামারি চলত- গেল কী উপায়ে। কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা আমাদের দেশেও সেই উপায়েই যেত। কিন্তু শতাধিক বৎসরের ইংরেজ-শাসনের পরে দেশে শতকরা পাঁচজনের কপালে শিক্ষা জুটেছে, সে শিক্ষা ও শিক্ষার বিড়ম্বনা”।[১৫] আমাদের দেশের শিক্ষা প্রাণবান নয়, পুঁথিগত বিদ্যার ভার বহন করেই শিক্ষাগ্রহন সমাপ্ত করে।এই শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন- “আমাদের দেশে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড়ো,সংবাদের চেয়ে শক্তি বড়ো, পুঁথির পংক্তির বোঝার ভারে চিত্তকে চালনা করবার ক্ষমতা আমাদের থাকেনা।------ওরা কোনোদিন জানতে চাইতে শেখেনি—প্রথম থেকেই কেবলই বাঁধা নিয়মে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তার পরে সেই শিক্ষিত বিদ্যার পুনরাবত্তি করে ওরা পরীক্ষায় মার্কা সংগ্রহ করে”।[১৬] মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের মূলে রয়েছে সুশিক্ষা।আর উপযুক্ত সুশিক্ষার অভাব রয়েছে ভারতবর্ষের মানুষের।তিনি বলেছেন- “মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের মূলে হচ্ছে তার সুশিক্ষা। আমাদের দেশে তার রাস্তা বন্ধ,কারণ ‘ল অ্যান্ড অর্ডার’ আর কোনো উপকারের জন্যে জায়গা রাখলে না, তহবিল একেবারে ফাঁকা”।[১৭] তিনি রাশিয়ার অধ্যয়নকালের সময়সীমা ও শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে কৌশলে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি তুলে ধরতে চেয়েছেন-“এদের অধ্যয়নকাল আমাদের দেশের মতো লম্বা লম্বা ছুটি দিয়ে ফাঁক করে দেওয়া নয়, সুতরাং অল্পদিনে অনেক বেশি পড়তে পারে।”[১৮]

রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে ‘লীগ অব নেশনস’-এর কথা বলেছেন। সারাদেশ জুড়ে ‘লীগ অব নেশনস’-এর সমস্ত পালোয়ানই ‘শান্তি চাই’ বলে ডাক দিয়েছে, আর গোটা দেশ জুড়েই চলছে সেই শান্তি্যজ্ঞ। ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু, সমস্ত জাতের মানুষই সামি্ল হতে পেরেছে এই যজ্ঞানুষ্ঠানে। তিনি মন্তব্য করেছেন- “কাজ সামান্য নয়, য়ুরোপ-এশিয়া জুড়ে প্রকাণ্ড এদের রাষ্ট্রক্ষেত্র।প্রজামন্ডলীর মধ্যে যত বিভিন্ন জাতের মানুষ আছে ভারতবর্ষেও এত নেই।তাদের ভূ-প্রকৃতি মানবপ্রকৃতির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য অনেক বেশি।বস্তত এদের সমস্যা বহুবিচিত্র জাতি সমাকীর্ণ। বহুবিচিত্র-অবস্থা-সংকুল বিশ্বপৃথিবীর সমস্যারই সংক্ষিপ্তরুপ”।[১৯] তিনি আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতির কথা স্মরণ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছেন যে আমাদের দেশের রাষ্ট্রনেতা বা দেশাত্মবোধীরা জনসাধারণকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেননি। তাদের সমস্যা সমাধানের উপায় খোঁজার চেষ্টাও করেননি কোন দিন। তিনি স্পষ্টত মন্তব্য করেছেন- “তখনকার দিনে দেশের পলিটিকস নিয়ে যাঁরা আসর জমিয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না যাঁরা পল্লীবাসীকে এদেশের লোক বলে অনুভব করতেন।আমার মনে আছে পাবনা কন্‌ফারেন্সের সময় আমি “তখনকার খুব বড়ো একজন রাষ্ট্রনেতাকে বলেছিলুম, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য করতে চাই তাহলে সব আগে আমাদের এই তলার লোকদের মানুষ করতে হবে, তিনি সে কথাটাকে এতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিলেন যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, আমাদের দেশাত্মবধীরা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন,দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না”।[২০] রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত রাশিয়া ও আমাদের দেশের রাষ্ট্রপরিচালনায় জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও সুবিধা –অসুবিধার কথা বলতে গিয়ে একটা সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।এখানে তাঁর আক্ষেপ স্পষ্টউচ্চারিত।তিনি বলেছেন –“সোভিয়েটদের মতে দেশের শাসনতন্ত্র দেশের

লোকের শিক্ষারই একটা প্রধান উপায় ও অঙ্গ।আমাদের দেশের রাষ্ট্রচালনার ভাষা যদি দেশের লোকের আপন ভাষা হত, তাহলে শাসনতন্ত্রের শিক্ষা তাদের পক্ষে সুগম হত।ভাষা ইংরেজি হওয়াতে শাসননীতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা সাধারণের আয়ত্তাতীত হয়েই রইল।মধ্যস্থের যোগে কাজ চলছে,কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগ রইল না।আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্রচালনার শিক্ষা ও অভ্যাস থেকে যেমন জনসাধারণ বঞ্চিত,দেশশাসননীতির জ্ঞান থেকেও তারা তেমনি বঞ্চিত"।[২১] রাশিয়ার কৃষিব্যবস্থা ছিল সমবেত কৃষিব্যবস্থা।ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে যোগ দিয়ে রাশিয়ার কৃষকরা নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার বিপুল পরিবর্তন সাধন করেছে। বিভিন্ন ধরণের উন্নত যন্ত্রের সহযোগিতায় উন্নত মানের প্রযুক্তিতে অধিক ফসল উৎপন্ন করা সম্ভবপর হয়েছে।ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রের জন্য নারীরাও কৃষির দিকে ঝুকে পড়ে রোজগারের পথ বের করেছে।এখানে কৃষিক্ষেত্রের সংলগ্ন শিশুপালনাবাস, শিশুবিদ্যালয় ও সাধারন পাঠশালা গড়ে ওঠার কারণে চাষীর মেয়েদের জীবনযাত্রা অনেক স্বাভাবিক হয়েছে।আবার শিশুদের দেখাশুনা ও পড়ানোরও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রয়েছে।কৃষির উন্নতির স্বার্থে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালাও ছিল।রাশিয়ার কৃষিব্যবস্থার উন্নতিকল্পে রাশিয়া যে ব্যবস্থা নিয়েছিল তার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন –"সেদিন মস্কৌ কৃষি আবাস গিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলুম , দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষীরা ভারতবর্ষের চাষীদের কত বহুদুরে ছাড়িয়ে গেছে কেবল বই পড়তে শেখে নি, ওদের মন গেছে বদলে ,ওরা মানুষ হয়ে উঠেছে।শুধু শিক্ষার কথা বললে সব কথা বলা হল না, চাষের উন্নতির জন্য সমস্ত দেশ জুড়ে যে প্রভূত উদ্যম সেও অসাধারণ"।[২২] ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে যোগদানকারী এক কৃষক ঐকত্রিক কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে নারীর উন্নতির যোগ রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। এই ব্যবস্থার কারণে চাষী মেয়েদের মানসিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ঘটেছে। তাই মেয়েরা আর পিছিয়ে নেই, তারাও ঐকত্রিকতার দল গঠন করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মেয়েদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে অগ্রসর হয়েছে- " সমবেত খেতের কাজে আমি প্রায় দশ বছর আছি। একটা কথা মনে রেখো, ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে নারী-উন্নতি-প্রচেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।আজ দশ বছরের মধ্যে এখানে চাষী-মেয়েদের বদল হয়েছে যথেষ্ট। নিজের উপর তাদের অনেক বেশি ভরসা হয়েছে"।[২৩] কিন্তু এই ব্যবস্থা হয়তো সর্বসাফল্য লাভ করতে পারেনি। কিছু কৃষক কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করার পরও আবার নিজেদের জমি ছাড়িয়ে নিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে আবার যোগ দেয়। আসলে এটা হয়েছিল তৎকালীন প্রেক্ষাপটে কৃষককুলের দোদুল্যমানতার কারণে। কৃষিক্ষেত্রে যোগদানের অসম্মতির কারণ সম্বন্ধে তিনি তুলে ধরেছেন-" অসম্মতির কারণ মানবচরিত্রের মধ্যে, নিজের সম্পত্তির প্রতি নিজের মমতা, ওটা তর্কের বিষয় নয়, ওটা আমাদের সংস্কারগত। নিজেকে আমরা প্রকাশ করতে চাই, সম্পত্তি সেই প্রকাশের একটা উপায়"।[২৪] তিনি ভারতবর্ষের কৃষিব্যবস্থার কথাও তুলে ধরেছেন। রাশিয়াতে কৃষিতে উৎপন্ন ফসলের কোন ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকায় তাদের মধ্যে লোভ ও স্বার্থপরতা ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষের কৃষিব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। এখানে জমির স্বত্ব ও উৎপন্ন ফসলের মালিকানা চাষীকে দিলেই তা মহাজনের হাতে গিয়ে পড়ে। তিনি শিলাইদহে থাকাকালীন কৃষিক্ষেত্র ঐকত্রিকরণের কথা চাষীদের মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তা সফল হয়নি। আমাদের দেশের কৃষকদের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন –"কিন্তু আমাদের দেশের কৃষক একদিকে মূঢ়, আর একদিকে অক্ষম; শিক্ষা এবং শক্তি দুই থেকেই বঞ্চিত"।[২৫] আমাদের দেশের কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তোলার কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন - "চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে। এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে।জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর ; দ্বিতীয়ত, সমবায়নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্রিত করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না ।মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসিতে জল আনা একই কথা"।[২৬] বিশ্বরাজনীতির দিকে তাকালে দেখতে পাই রাশিয়া অনেক উঁচুতে অবস্থিত।রাশিয়ার মানুষ প্রবল দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে অনেক লোক মারা যায়। কৃষিবিপ্লবের ফল স্বরুপ যথেষ্ট পরিমানে কলকারখানা তখনও স্থাপিত হয়নি।এরুপ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্ররক্ষার্থে সৈন্যবিভাগের জন্য অনেক টাকা খরচ করেছে রাশিয়া।ডঃসন্তোষকুমার মন্ডল মন্তব্য করেছেন- "দারিদ্র্যকে রাশিয়ার জনসাধারণ ভয় করেনি,কিংবা যেন

তেন প্রকারেণ অথ উপায় করে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতো ভোগবিলাসে মত্ত হয়নি।দারিদ্র্যকে অঙ্গীকার করে নিয়েই নির্ধনের শক্তিসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে"।[২৭] ব্রিটিশরাজ ভারতবর্ষে লোভ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য সাধনে কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে।এ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন "ভীষণের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ভয় করি,সেই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে,কিন্তু কাপুরুষের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি।ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণার দারা ধিক্‌কৃত ।এই ঘৃণায় আমাদের জোর দেবে,এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতব"।[২৮]

রাশিয়ার মানুষ স্বাস্থ্যসচেতন।শুধুই বই বা পুঁথির উপর ভরসা করে নয়,সকলের মধ্যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ পরিব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন।কোন মানুষকেই বিনা চিকিৎসায় মরতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।খেটে খাওয়া,দিনমজুরদের জন্যেও স্বাস্থ্যনিবাসের ব্যবস্থা রয়েছে;সেখানে বিনা খরচে থাকা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।স্বাস্থ্যনিবাস গুলিতে পথ্য ও শুশ্রূষার অভাব নেই,উপযুক্ত পরিমানেই পাওয়া যায়।রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার স্বাস্থ্যসচেতনতার প্রসঙ্গে বলেছেন- "শুধু মোটা বেতনের বিশেষজ্ঞদের পুঁথি সৃষ্টি করা নয়,সর্বজনের মধ্যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ যাতে পরিব্যাপ্ত হয়, এমন কি এ দেশের চৌরঙ্গী থেকে যারা বহুদুরে থাকে তারাও যাতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে অযত্নে বা বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় সে দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে"।[২৯] অপরদিকে আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রেখে রোগাক্রান্ত মানুষদের দেখেছেন, যথেষ্ট পরিমাণে আরোগ্য সদনের অভাব লক্ষ্য করেছেন।তিনি মন্তব্য করেছেন "বাংলাদেশে ঘরে ঘরে যক্ষ্মারোগ ছড়িয়ে পড়ছে- রাশিয়া দেখে অবধি এ প্রশ্ন মন থেকে তাড়াতে পারছি নে যে,বাংলাদেশের এইসব অল্পবিত্ত মুমূর্ষদের জন্যে কটা আরোগ্যাশ্রম আছে"।[৩০]

রাশিয়ার ভালো দিকগুলি লক্ষ্য করে রাশিয়ার মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা চিন্তা করলেও কিছু অপূর্ণতা তাঁর চোখ এড়ায়নি ।শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন-"শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে কিন্তু ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকে না-সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তাহলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার,নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে,কিংবা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে"।[৩১] সর্বোপরি যাইহোক কিছু ত্রুটি থাকলেও তিনি রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণবান রূপটি প্রত্যক্ষ করেছেন।শিক্ষাকে প্রাণবান রূপে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাকে সংসারের গণ্ডীর থেকে আলাদা করেননি। তিনি রাশিয়ার শিক্ষা, বিজ্ঞান, সমাজঅর্থনীতি, স্বাস্থ্যসচেতনতা বিশ্বরাজনীতি সমস্ত বিষয়েই সচেতন হয়েছেন। রাশিয়ার মানুষের এই পদক্ষেপ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাই তিনি রাশিয়ার ভালোমন্দ প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করেছেন আর আমাদের দেশীয় ব্যবস্থার সাথে তা মেলানোর চেষ্টা করেছেন।রাশিয়া সম্পর্কে তাঁর ধারণা আমরা তাঁর বক্তব্যের মধ্যেই পেয়ে থাকি।তিনি জানিয়েছেন- "আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে"।[৩২] অর্থাৎ রাশিয়ার গুণাবলী বিচার করে তাকে সকল দেশের শীর্ষে স্থান দিয়েছেন।তাঁর হিসাব মতো ঐ একটামাত্র দেশেই ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে উঠে সমষ্টির স্বার্থের কথা চিন্তা করতে পেরেছে।রাশিয়াতে একসঙ্গে অনেক ভালো কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার কারণে তিনি রাশিয়া ভ্রমণকে তীর্থদর্শন আখ্যা দিয়েছেন।তিনি জানিয়েছেন-"তা হোক ,আপাতত রাশিয়ায় এসেছি না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত"।[৩৩] -এই উক্তির মধ্য দিয়ে রাশিয়ার প্রতি তাঁর অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা ও সুরুচিশীল মনোভাবের ঈঙ্গিত নিহিত রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

রচনা			পৃষ্ঠা সংখ্যা
১। 'রাশিয়ার চিঠি'	-	প্রথম পত্র	৫৫৫(দশম খণ্ড)
২। ঐ	-	অষ্টম পত্র	৫৭৮ (দশম খণ্ড)
৩। ঐ	-	প্রথম পত্র	৫৫৬ (দশম খণ্ড)
৪। 'রাশিয়ার চিঠি'	-	দ্বিতীয় পত্র	৫৫৭ (দশম খণ্ড)

৫। ঐ - প্রথম পত্র ৫৫৬ (ঐ)
৬। ঐ - প্রথম পত্র ৫৫৬ (দশম খণ্ড)
৭। "রাশিয়ার চিঠি" - দ্বিতীয় পত্র ৫৫৭ (দশম খণ্ড)
৮। ঐ - তৃতীয় পত্র ৫৬০ (দশম খণ্ড)
৯। ঐ - ঐ ৫৬১ (ঐ)
১০। "রাশিয়ার চিঠি"- ঐ ৫৬১ (ঐ)
১১। ঐ - চতুর্থ পত্র ৫৬৪ (দশম খণ্ড)
১২। ঐ - সপ্তম পত্র ৫৭৫ (ঐ)
১৩। "রাশিয়ার চিঠি" - ষষ্ঠ পত্র ৫৭৩ (দশম খণ্ড)
১৪। ঐ - ঐ ৫৭২ (ঐ)
১৫। ঐ - তৃতীয় পত্র ৫৬০ (ঐ)
১৬। "রাশিয়ার চিঠি" - ষষ্ঠ পত্র ৫৭০ (দশম খণ্ড)
১৭। ঐ - তৃতীয় পত্র ৫৬১ (ঐ)
১৮। ঐ - ষষ্ঠ পত্র ৫৭৪ (ঐ)
১৯। "রাশিয়ার চিঠি" - চতুর্থ পত্র ৫৬৪ (দশম খণ্ড)
২০। ঐ - ঐ ৫৬২ (ঐ)
২১। ঐ - দশম পত্র ৫৮৪ (ঐ)
২২। "রাশিয়ার চিঠি" - পঞ্চম পত্র ৫৬৯ (দশম খণ্ড)
২৩। ঐ - ঐ ৫৬৭ (ঐ)
২৪। ঐ - ঐ ৫৬৭ (ঐ)
২৫। "রাশিয়ার চিঠি" - ষষ্ঠপত্র ৫৭০ (দশম খণ্ড)
২৬। ঐ - চতুর্থ পত্র ৫৬২ (ঐ)
২৭। 'রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সাহিত্য' সন্তোষকুমার মন্ডল ১৮৭ উদ্দালক সাহিত্য প্রকাশন
২৮। "রাশিয়ার চিঠি" - চতুর্দশ পত্র ৫৯১ (দশম খণ্ড)
২৯। ঐ - দশম পত্র ৫৮৪ (ঐ)
৩০। ঐ - ঐ ৫৮৪ (ঐ)
৩১। "রাশিয়ার চিঠি" - প্রথম পত্র ৫৫৬ (দশম খণ্ড)
৩২। ঐ - তৃতীয় পত্র ৫৫৯ (ঐ)
৩৩। ঐ - ঐ ৫৫৮ (ঐ)

রবীন্দ্রনাথের তথ্যগুলি রবীন্দ্ররচনাবলীর (বিশ্বভারতী)১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১।আকর গ্রন্থঃ 'রবীন্দ্ররচনাবলী' (বিশ্বভারতী), প্রকাশক –কুমকুম ভট্টাচার্য, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়োন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ।
২। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ
ক। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' সুকুমার সেন (পাঁচ খণ্ড)

চতুর্থ খণ্ড প্রকাশক –সুবীরকুমার মিত্র –প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি -১৯৯৬

খ। ‘রবীন্দ্রজীবনী’-প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (চার খণ্ড)
১ম খণ্ড প্রকাশক-কুমকুম ভট্টাচার্য –ষষ্ঠ সংস্করণ ভাদ্র ১৪১৭
২য় খণ্ড প্রকাশক-শ্রীরামকুমার মুখোপাধ্যায়-১ম সংস্করণ
৩য় খণ্ড প্রকাশক-কুমকুম ভট্টাচার্য-পঞ্চম সংস্করণ –শ্রাবণ ১৪১৫
৪র্থ খণ্ড প্রকাশক-কুমকুম ভট্টাচার্য-চতুর্থ সংস্করণ কার্ত্তিক ১৪১৭

গ। ‘রবিজীবনী’-প্রশান্তকুমার পাল (নয় খণ্ড)
অষ্টম খণ্ড প্রকাশক-সুবীরকুমার মিত্র-প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৪০৭
নবম খণ্ড প্রকাশক-সুবীরকুমার মিত্র-প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩

ঘ। ‘রবিরশ্মি’-চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (দু’খণ্ড)
২য় খণ্ড প্রকাশক-সমীরণ চৌধুরী
তৃতীয় কলেজ স্ট্রীট সংস্করণ ১৪১৭

ঙ। ‘রবীন্দ্র বিচিত্রা’-প্রমথনাথ বিশী

চ। ‘রবীন্দ্রায়ণ’-পুলিন বিহারী সেন (দু’খণ্ড)
২য় খণ্ড প্রকাশক-স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রচনার্ঘ্য ১২ই পৌষ ১৪১৪

ছ। ‘রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসাহিত্য’-সন্তোষকুমার মন্ডল
প্রকাশক-উদ্দালক সাহিত্য প্রকাশন,১ম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৩।